119

দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ 17 JAN 1998
পৃষ্ঠা ৬ কলাম ২

৫ দফার দাবীতে বেসরকারী প্রাথমিক শিক্ষকদের কাফন মিছিল ও আমরণ অনশন কর্মসূচী

নাহিম উল আলম ঃ দেশের লক্ষাধিক বেসরকারী প্রাথমিক শিক্ষক আবার "কাফন মিছিল" সহকারে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় অভিমুখে পদযাত্রা, স্মারকলিপি পেশ, প্রতিক অনশন শেষে আমরণ অনশনে যাচ্ছে। পাঁচ দফা দাবী আদায়ের লক্ষ্যে এসব শিক্ষকগণ গত কয়েকবছর ধরে আন্দোলন করে যাচ্ছে। কিন্তু প্রায় এক কোটি শিশুর প্রাথমিক শিক্ষা প্রদানের দায়িত্বপালনকারী এসব শিক্ষক তাদের জীবন বাঁচানোর ন্যূনতম চাহিদা পূরণের লক্ষ্যে বিগত সরকারের আমলেও ঢাকার রাজপথে কাফন মিছিল বের করেছিল। '৯৫-এর ২৮ অক্টোবর তাদের আমরণ অনশন ভঙ্গ করাতে গিয়ে তৎকালীন বিরোধী দলীয় নেত্রী বর্তমান প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা অনশনরত শিক্ষকদের প্রতি গভীর সহনুভূতি প্রকাশ করে বলেছিলেন, "আল্লাহ যদি আগামী নির্বাচনে জয়লাভ করে আওয়ামী লীগকে সরকার গঠনের ক্ষমতা দেন, তাহলে সর্বপ্রথমে বেসরকারী শিক্ষকদের দাবী মেনে নিয়ে তাদেরকে মানবেতর জীবন-যাপন থেকে রক্ষা করার চেষ্টা করব" কিন্তু সে আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় গিয়েছে দেড় বছরের অধিককাল। কিন্তু বেসরকারী প্রাথমিক শিক্ষকদের দাবীর ব্যাপারে প্রধানমন্ত্রী তার পূর্ব ওয়াদা রক্ষা করতে পারেননি। তবে যেহেতু বিএনপি সরকার এসব বেসরকারী শিক্ষকদের জন্যে রাজস্বখাত থেকে মূল বেতনের একটি অংশ প্রদানের ব্যবস্থা করেছিলেন, সেহেতু নতুন পে-স্কেল অনুসারে তাদের সম্মানী স্তর ভেদে দেড় থেকে তিনশত টাকা পর্যন্ত বৃদ্ধি পাচ্ছে। কিন্তু মূল দাবীর ব্যাপারে সরকারী কোনো ভূমিকা নেই। আশ্চর্যজনক হলেও সত্যি যে, বর্তমানে একজন বেসরকারী প্রাথমিক শিক্ষক স্তরভেদে ৫২৫ টাকা থেকে ৭৪৫ টাকা বেতন পাচ্ছেন। অথচ দেশের প্রায় ২৫ হাজার বেসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ে প্রায় এক কোটি শিশু প্রাথমিক শিক্ষা লাভ করছে প্রতিনিয়ত। প্রতিটি বিদ্যালয়ে ৪-৬ জন পর্যন্ত শিক্ষক কর্মরত। কিন্তু সরকার থেকে মাত্র ৪ জন করে শিক্ষকের জন্য স্তর ভেদে ৫২৫-৭৪৫ টাকা পর্যন্ত সম্মানী দেয়া হচ্ছে। যা সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের মূল বেতনের একটি অংশ মাত্র।

বেসরকারী প্রাথমিক শিক্ষক সমিতি ইতিমধ্যেই তাদের দাবীর সমর্থনে ঢাকায় ভুখা মিছিল, প্রতিক অনশনসহ বিভিন্ন কর্মসূচী পালন করেছে। তারা প্রেসিডেন্ট ও প্রধানমন্ত্রীর কাছে স্মারকলিপি পেশ করেছে। কিন্তু পরিস্থিতির তেমন কোনো পরিবর্তন হয়নি।

ফলে তারা আবার নতুন কর্মসূচী নিয়ে এগিয়ে যাবার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। আগামী ১৫ মার্চ থেকে ৩০ মার্চ পর্যায়ক্রমে দেশের সকল প্রাথমিক শিক্ষা অফিস ও বিভাগীয় অফিসের সামনে মানব বন্ধনসহ ৪ ঘন্টার অবস্থান ধর্মঘট, ৩১ মার্চ ঢাকার ওসমানী উদ্যানে শিক্ষক মহা-সমাবেশ শেষে দুপুর ১২টায় কাফনের কাপড় পরে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় অভিমুখে পদযাত্রা ও স্মারক লিপি পেশ। ঐ দিনই বিকেল ৩টার মধ্যে দাবী মেনে না নিলে বিকেল ৪টা থেকে ৪৮ ঘন্টার অনশন শুরু করা হবে। ঐ ৪৮ ঘন্টার মধ্যে দাবী মেনে না নিলে একই সঙ্গে আমরণ অনশন শুরু করা হবে।

বাংলাদেশ বেসরকারী প্রাথমিক শিক্ষক সমিতির সভাপতি মোঃ সামসুল আলম ইনকিলাবকে জানিয়েছেন, আমরা সরকারকে বিব্রত করার জন্য নয়, আমাদের লক্ষাধিক শিক্ষক ও তাদের পরিবার পরিজনকে বাঁচার তাগিদেই আন্দোলন করছি। আমরা চাই বর্তমান সরকার তার পূর্ব ওয়াদা পালন করুক। আমরা দেশের উন্নয়নে সরকারের সাথে সব সময়ই সহযোগিতা করে চলেছি। ভবিষ্যতেও করব। কিন্তু পেটে ভাত না থাকলে আর ঘরে পরিবার-পরিজন না খেয়ে থাকলে অপরের সন্তানকে পাঠদান করা সব সময় সম্ভব হয় কি? জনাব আলম, অবিলম্বে তাদের ৫ দফা দাবী মেনে নিয়ে দেশের লক্ষাধিক শিক্ষক পরিবারের জীবন ধারনের সম্মান জনক ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য প্রধানমন্ত্রীর কাছে দাবী জানিয়েছেন।